"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গমযুগে তোমাদের বাবার দ্বারা সু-বুদ্ধি আর শ্রেষ্ঠ মত প্রাপ্ত হয়, যার দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয়ে যাও"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা কোন্ মস্তি বা নেশাতে থাকলে তোমাদের আচার-আচরণ অতীব রয়্যাল হয়ে যাবে?

*উত্তরঃ - তোমাদের জ্ঞানের মস্তি বা নেশা চড়ে থাকা উচিত । অহো ! আমরা ভগবানের সম্মুখে বসে আছি। আমরা এখান থেকে যাব, গিয়ে বিশ্বের মালিক, ক্রাউন্ড প্রিন্স হবে। যখন এই রকম নেশা থাকবে তখন আচার-আচরণ স্বতঃতই রয়্যাল হয়ে যাবে । মুখ থেকে অত্যন্ত মধুর বোল নির্গত হবে । নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত ভালোবাসা থাকবে।

*গীতঃ- জলসাঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা, সেই আগুনে পুড়ে মরা পতঙ্গের ভাগ্যে লেখা...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, রুহানী বাচ্চারা এসে ব্রাহ্মণ হয়ে রুহানী বাবার কাছ থেকে এটা অবশ্যই বুঝে গেছে যে, আমরা হলাম সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ ।বাবা আমাদের বুদ্ধির তালা খুলেছেন। এখন আমরা বুঝেছি যে, এটা হল সঙ্গমযুগ। মানব, যারা পতিত ভ্রষ্টাচারী, তাদেরকেই পুনরায় পবিত্র হয়ে ভবিষ্যতে পবিত্র শ্রেষ্টাচারী পুরুষোত্তম বলা হবে । এই লক্ষ্মী-নারায়ণও কখনো তো পুরুষার্থ করে পুরুষোত্তম হয়েছেন, তাই না? তাদের হিস্ট্রি তো অবশ্যই থাকা উচিত। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব কখন স্থাপন হয়েছিল? না কলিযুগে না সত্যযুগে। স্বর্গের স্থাপনা হয়ই সঙ্গমে। এতো বিস্তারিত ভাবে কেউই জানে না। তোমরা জানো যে এটা হল সঙ্গমযুগ। কলিযুগের পরে সত্যযুগ নতুন দুনিয়া হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগই হবে। তারপর নতুন দুনিয়াতে নতুন রাজ্য হবে। বুদ্ধি চলা উচিত। তোমরা জানো যে, বাবার দ্বারা আমাদের ভালো বুদ্ধি আর শ্রীমৎ প্রাপ্ত হচ্ছে। বলেও থাকে, হে ঈশ্বর একে সর্বদা সুমত বা ভালো মত দাও। তিনি হলেন সমগ্র দুনিয়ার পিতা। সমগ্র দুনিয়াকে ভালো মত প্রদাতা। সঙ্গমযুগে এসে নিজের বাচ্চাদেরকে ভালো মত দিয়ে থাকেন। যার বিষয়ে শাস্ত্রে লিখেছে পান্ডব সম্প্রদায় আর দৈবী সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আর দৈবী সম্প্রদায়কেও কেউ বুঝতে পারে না। ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হতে পারে। পরমপিতার পরমাত্মাই ব্রহ্মার দ্বারা এই রচনা রচিত করেন। প্রজাপিতা রয়েছেন তবেই তো এত সব ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারীরা রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা ব্রাহ্মণদের দ্বারা তারা জ্ঞান না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত সদ্গতি কীভাবে প্রাপ্ত হতে পারে? তোমাদের কাছে অনেকে আসতে থাকবে। সন্ন্যাসীরাও আসবে, অন্য ধর্মের লোকেরা আসবে বাবার কাছ থেকে বর্সা নিতে। স্বর্গে তাদের পার্ট নেই কিন্তু সন্দেশ সবাইকেই দিতে হবে যে বাবা এসেছেন। এই সময় যারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে থাকে, তারা কেউই দেবী-দেবতা ধর্মকে জানেই না। তারা তো প্রথমে সতোপ্রধান ছিল, তারাই আবার তমঃ-তে আসার কারণে নিজেদেরকে দেবী-দেবতা বলতে পারে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, রাবণের রাজত্ব এখানেই হয়ে থাকে আর পরমপিতা পরমাত্মা যাঁকে রাম'ও বলা হয়, তাঁর জন্মও এখানেই হয়ে থাকে । গাওয়াও হয়ে থাকে পতিত-পাবন সীতারাম। কিন্তু পতিত কে বানিয়েছে, রাবণ কে, কেন পতিত-পাবন বাবাকে আহ্বান করে - এ'সব কারোরই জানা নেই। এটা কেউই জানে না যে, আমাদের মধ্যে যে পাঁচ বিকার রয়েছে, সেটাই হল রাবণ। যার মধ্যে পাঁচ বিকার নেই, সে হল রামের সম্প্রদায়। এখন রাম-রাজ্য নেই, সেইজন্য সবাই চায় যে, নতুন দুনিয়া, নতুন পবিত্র রাজ্য চাই। রাম বলা হয় শিব বাবাকে। কিন্তু তারা পরমাত্মা রামকে ভেবে নিয়েছে, সেইজন্য শিব বাবাকে ভুলে গেছে। তোমরা তাদেরকে বোঝাতে পারো রাম-রাজ্য কাকে বলা হয়। শাস্ত্রে লিখে দিয়েছে যে, রামের সীতার হরণ হয়েছে। রাজার রানীকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেল, এটা কী কখনো

হওয়ার সম্ভব? শাস্ত্রও অনেক। প্রধান শাস্ত্র হল গীতা। শাস্ত্রে লেখা আছে যে, ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা হয়। তাহলে তো প্রজাপিতা তো চাই। ব্রহ্মার এত এত সন্তান, তারা হল মুখ বংশাবলী, এত সংখ্যায় কুখ বংশাবলী (গর্ভজাত) হতে পারে না। যখন সরস্বতীও হলেন মুখ বংশাবলী, অতএব তিনি ব্রহ্মার স্ত্রী হতে পারেন না। এখন বাবা বলেন - ব্রহ্মা মুখের দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণ হও, আমার সন্তান হয়ে যাও। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, শিব বাবার কতো মহিমা রয়েছে। বাবা হলেন পতিত-পাবন, লিবারেটরও। এই সব গায়ও, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। সেইজন্য প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে যে, তিনি হলেন পতিত-পাবন, গীতার ভগবানও তিনি। তিনি হলেন নিরাকার শিব বাবা, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এসে জ্ঞান শুনিয়ে থাকবেন। এখন যার শরীরের দ্বারা জ্ঞান শোনান, তার নাম রাখেন ব্রহ্মা। নাহলে ব্রহ্মা কোথা থেকে আসবেন? ব্রহ্মার বাবা কে? ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শংকরের রচয়িতা কে? এসব হল গূহ্য প্রশ্ন। ত্রিমূর্তি দেবতা তো বলে থাকে, কিন্তু তারা কোথা থেকে এসেছে ? এখন বাবা বোঝান, এদের রচয়িতাও হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবতই, যাকে বলা হয় শিব। এই তিন দেবতা হলেন লাইটের, এদের হাড় মাংস থাকে না, কিন্তু মোটা বুদ্ধি দিয়ে এটা বোঝা যাবে না। এর ওপরে বোঝাতে হবে যে, ইনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চ ভগবান। তিনি ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন। গাওয়াও হয়ে থাকে মনুষ্য থেকে দেবতা বানাতে বেশী সময় লাগে না...। তারপরে দেখায় বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা নির্গত হয়। নাভী থেকে কী কখনো বাচ্চার জন্ম হয় ? এখন বাবা বসে সব রহস্য বোঝান। কিন্তু তা সে কেউ বুঝলে।

তোমরা জানো যে, আত্মাকে পাপ আত্মা, পুণ্য আত্মা বলা হয় । এমন নয় যে, পবিত্র আত্মা তথা পরমাত্মা। পরমাত্মা বাবা তো হলেন সদা পবিত্র । তমোপ্রধানকে পতিত বলা হয়। সত্যযুগে যখন সুখ ছিল, তখন দুঃখের নামও ছিল না। মানুষ তো বলে দেয় আমি তো স্বর্গেই রয়েছি। তারা কিছুই বোঝে না। কিন্তু অন্তিমে গিয়ে বাবার থেকে বর্সা নেবে। তোমরা বাচ্চারাই জানো যে আমরা আমাদের রাজধানী স্থাপন করছি। বিশ্বের মালিক আর কেউই হতে পারে না। বিশ্বের ওপরে রাজত্ব সত্যযুগে হয়ে থাকে । কলিযুগে সমগ্র বিশ্বের ওপরে রাজত্ব করা যায় না। সে'কথা কারো জানা নেই। গীতাতেও রয়েছে মহাভারী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তখনই সব ধর্ম বিনাশ হয়ে যায়। যেমন বাঁশ ঝাড় হয়ে থাকে, সেই জঙ্গল যখন শুকিয়ে যায় তখন পরস্পর ঘর্ষণ লেগে সমস্ত জঙ্গলে আগুন লেগে যায় (দাবানল)। এই মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়ও জরাজীর্ণ হয়ে গেছে । এতেও এখন আগুন লাগবে। এই রহস্য মানুষ জানে না। এই কলিযুগ নরক বদলে স্বর্গে পরিণত হবে। এই জ্ঞানের খুব নেশা (মস্তি) হওয়া চাই। নিজেকে দেখতে হবে যে, আমি এই মস্তি বা নেশাতে থাকি? আমরা হলাম পরমাত্মার সন্তান, বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলবার রয়্যালিটি থাকতে হবে। এখান থেকেই সব কিছু শিখতে হবে। পরে এই সংস্কারই নিয়ে যাবে। অত্যন্ত মিষ্টি হতে হবে। খুব নেশায় থাকতে হবে যে আমরা হলাম শিব বাবার সন্তান । আমরা দেবতার পদ পেতে চলেছি। তাই একে অপরের সাথে কতখানি ভালোবাসার সাথে কথা বলতে হবে ! কিন্তু বাচ্চাদের মুখ থেকে তো ফুল তো ঝরেই না। তোমরা তো হলে কত উচ্চ। তোমাদের যদি এটা স্মরণে থাকে যে আমরা হলাম শিব বাবার সন্তান, তাহলে সত্যযুগে মহারাজা হতে পারবে। অর্থাৎ আমরা বিশ্বের ক্রাউন্ড প্রিন্স হবো।

বাচ্চারা, তোমাদের আন্তরিক খুশী থাকা উচিত যে, আমরা পরমাত্মার সম্মুখে বসে রয়েছি, যার কাছ থেকে স্বর্গের বর্সা পাওয়া যায় তাঁর শ্রীমৎ মেনে চলতে হয়। তোমরা জানো যে, আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। রাজধানীতে সব চাই। কিন্তু বাচ্চারা তোমাদের মুখ থেকে সর্বদা রত্নই নির্গত হওয়া উচিত। বাবা হলেন রূপও আবার বসন্তও। সব কাহিনী হল এখনকারই। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি জ্ঞানের বর্সা করতে থাকেন। ইন্দ্র দেব জল বর্ষা করেন এ'সব কথা ঠিক নয়। মেঘ জমে ন্যাচারাল ভাবেই বৃষ্টিপাত ঘটায়। সত্যযুগে এই পাঁচ তত্ত্বও তোমাদের গোলাম হয়ে যায় আর এখানে মানুষ সব

কিছুর গোলাম হয়ে গেছে। এখানে সব কিছুর জন্যই মেহনত করতে হয়। ওখানে সব কিছুই স্বতঃতই হয়ে যায়। বাচ্চারা, সদা তোমাদের বাবার স্মরণ থাকা উচিত। এতে খুশীর পারদ সদা ঊর্ধ্বমুখী থাকবে। সায়েন্টিস্টরাও মন্থন করে । বাচ্চারা তোমাদের বাণীর মন্থন কলতে হবে। বাণীর প্রবাহ কখনো কখনো খুব ভালো থাকে, কখনো কম। একে বলা হয় মন্থন করা। বাচ্চারা বাবার অবস্থাকে দেখতে পাচ্ছে আর বাবাও নিজের অনুভব শোনাতে থাকেন। সুতরাং কখনো খুব ভালো প্রবাহ হতে থাকে কখনো কম। কখনো আবার খুব ভালো ভালো পয়েন্ট বেরিয়ে আসে। বাবা সহায় হয়ে যান। এটা তোমরাও ফিল করে থাকো। বাবা তো কখনো মুরলী হাতে নিয়ে বলেন না। বাচ্চারা ম্যাগাজিন বের করে - বাবা মাঝে মাঝে দেখেন বাচ্চারা কোনো কিছু ভুল লিখে ফেলছে না তো? ম্যাগাজিনেও খুব ভালো ভালো মুরলীর পয়েন্ট আসে আর সব দিকে পৌঁছে যায়। কোনো দিকে যদি মুরলী না যায়, তখন বাবা বলেন রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান ৭ দিনে জেনে গেছো না? বাকি আর কি চাই? বাকি ৫ বিকারকে ভস্ম করবার পুরুষার্থ করতে হবে আর তো কোনো অসুবিধা নেই।

তোমরা বাচ্চারা যে কোনো সৎসঙ্গে যেতে পারো, সেবা করবার উৎসাহ থাকতে হবে। সব ধর্মের সবাই একত্রিত হলে বোঝাতে হবে যে, প্রত্যেকের ধর্ম হল আলাদা আলাদা । ভাই-ভাই বলে, কিন্তু মিলেমিশে কোনো মতেই থাকতে পারে না। এটা কেবল কথার কথা। বাবা বলেন - আমি এসে ব্রাহ্মণ বানিয়ে তারপর দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করি, সেখানে দ্বিতীয় কোনো ধর্ম থাকে না। এ হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ। গীতাতেও এর বর্ণনা করা হয়েছে । এ হলো একটাই পড়া। যিনি পড়ান তিনিও এক। জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বাবা বলেন তখন আমিও চলে যাব। আমাকে কলিযুগের অন্তিমে জ্ঞান শোনাতে হয়, আমাকে প্রতি কল্পে আসতে হয়। এক সেকেন্ডও কম বেশী হবে না। যখন তোমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থায় চলে যাবে। তখন বিনাশও হয়ে যাবে । দিন দিন তোমাদের সার্ভিস বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এখানে না তো কারোর মধ্যে পবিত্রতা আছে, না দৈবী গুণ গুলির ধারণা রয়েছে। সেখানে সেই তুলনায় পবিত্রতার কত অন্তর দেখো ! তোমরা এখন সঙ্গমযুগে বসে আছো, এটাই হলো পুরুষোত্তম যুগ। এখন তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে উঠছো। কিন্তু সেই দীপ্তি সেইরকম আচার-আচরণও তো থাকতে হবে। মুখ থেকে কখনোই পাথর না নির্গত হয়। রত্নই যেন নির্গত হয় মুখ থেকে। এখন তোমরা দেবতার মতো সুন্দর সুন্দর ফুল হয়ে উঠছো। গড এসে গড - গডেস বানাচ্ছেন । দেবতাদেরকেই ভগবান - ভগবতী বলা হয়। কিন্তু এই রকম বানান কে? এ'কথা কেউই জানে না। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন রচয়িতা এবং রচনার সম্পূর্ণ নলেজ রয়েছে আর এরপর রয়েছে অন্যদেরকে তোমাদের সম বানানোর দায়িত্ব । অনেকে আসতে থাকবে। স্বদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণই হয়ে থাকে । মায়ার ঝড় ঝাপটা বাচ্চাদের কাছেই আসে। কখনো কখনো ঝড় এলে হাড় পর্যন্ত চুরচুর হয়ে যায়। জ্ঞানের পথে চলতে চলতে তখন ডিস-সার্ভিসও করে ফেলে। বাবা বলেন কোনো রকমেরই ছিঃ ছিঃ কাজকর্ম করবে না। তোমরা হলে মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, তারা হল কুখ বংশাবলী (গর্ভজাত) । কতোখানি তফাৎ এর মধ্যে ! মানুষ নিয়ে যায় শারীরিক যাত্রায় আর তোমাদের হল রুহানী যাত্রা। তোমরা অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে তোমরা বর্সা নিচ্ছো। এটা বোঝার মতো বোধ'ও কারো মধ্যে নেই যে তারাও ব্রাহ্মণ আর আমরাও ব্রাহ্মণ। কিন্তু সত্যিকার ব্রাহ্মণ কে? জাগতিক ব্রাহ্মণেরা নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমার বলতে পারে না। তোমরা নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমার যখন বলো তাহলে ব্রহ্মাও নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু তাদের এত বুদ্ধি নেই যে জিজ্ঞাসা করে। বাবা প্রতি কল্পে এসে বাচ্চারা তোমাদেরকে এই সব কথা বোঝান যে, তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান, সেই হেতু তোমরা হলে ভাই-বোন। তাহলে তারা বিকারে কীকরে যেতে পারে? যদি কেউ যায় তাহলে সে ব্রাহ্মণ কুলকে কলঙ্কিত করবে। নিজেকে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী পরিচয় দিয়ে তারপর পতিত হতে পারে না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত।

আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাণী অর্থাৎ মুরলী থেকে যা যা শুনছো তার ওপরে মন্থন করতে হবে । তোমরা পুরুষোত্তম হতে চলেছো, সেইজন্য তোমাদের আচার-আচরণ অত্যন্ত রয়্যাল বানাতে হবে। মুখ থেকে কখনোই পাথর বের করবে না।

২) অনেককে নিজ সম বানানোর দায়িত্ব মনে করে সার্ভিসে তৎপর থাকতে হবে। কোনো রকমেরই ছিঃ ছিঃ খারাপ কাজ করে ডিস-সার্ভিস করবে না।

বরদানঃ- অতীন্দ্রিয় সুখময় স্থিতি দ্বারা অনেক আত্মাদেরকে আহ্বানকারী বিশ্ব কল্যাণকারী ভব

যত যত লাস্ট কর্মাতীত স্টেজ নিকটে আসতে থাকবে, ততই আওয়াজ থেকে ঊর্ধ্বে শান্ত স্বরূপের স্থিতি অধিক প্রিয় লাগবে - এই স্থিতিতে সদা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হবে আর এই অতীন্দ্রিয় সুখময় স্থিতি দ্বারা অনেক আত্মাদেরকে সহজ আহ্বান করতে পারবে। এই পাওয়ারফুল স্থিতিই হলো বিশ্ব কল্যাণকারী স্থিতি। এই স্থিতি দ্বারা অনেক দূরে থাকা আত্মার কাছে সন্দেশ পৌঁছে দিতে পারবে।

স্লোগানঃ- প্রত্যেকের বিশেষ গুণগুলিকে স্মৃতিতে রেখে ফেইথফুল হও তাহলে সংগঠন একমত হয়ে যাবে।

অব্যক্ত ঈশারা :- ব্রহ্মা বাবার সমান সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ স্থিতির অনুভব করো

যেরকম ব্রহ্মা বাবার জন্য সকলের মুখ থেকে একটিই আওয়াজ বেরিয়ে আসে - “আমার বাবা”। এইরকম তোমাদের প্রতিও অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রতিও সকলের এই ভাবনা হবে, অনুভূতি হবে। প্রত্যেকের থেকে তোমাদের প্রতি আপনত্বের ভাইব্রেশন আসবে। প্রত্যেকে মনে করবে যে এ আমার শুভ চিন্তক, সহযোগী সেবার সাথী, একেই বলা হয় - বাবার সমান। এটাই হলো সম্পন্ন বা সম্পূর্ণ কর্মাতীত স্টেজ।